The Financial Express

20 JUN 2026

Walton starts PCBA export to US

Global technology giant Walton is manufacturing world-class, high-tech motherboards, known as PCBAs (Printed Circuit Board Assemblies), in Bangladesh. In addition to meeting its own requirements and domestic demand, Walton is exporting PCBAs and various technology products to numerous countries around the world.

As part of this ongoing export expansion, the shipment of Walton PCBAs to the United States was officially inaugurated on Thursday at Walton Hi-Tech Industries PLC's headquarters in Chandra, Gazipur, sdys s press release.

Minister of Post and Telecommunication, ICT Division and Ministry of Science & Technology Faqir Mahbub Anam and Prime Minister's ICT Adviser Rehan Asif Asad formally launched the PCBA export shipment by cutting a ribbon.

Among others, Parliament Member for Gazipur-1 Md. Mujibur Rahman, Walton Hi-Tech Industries PLC's Managing Director S M Mahbubul Alam, Directors S M Nurul Alam Rezvi and S M Monjurul Alam Ovee were also present at the event.

Minister of Post and Telecommunication, ICT Division and Ministry of Science & Technology Faqir Mahbub Anam and Prime Minister's ICT Adviser Rehan Asif Asad inaugurate Walton's PCBA export shipment to the United States by cutting a ribbon during their visit to Walton Headquarters in Chandra, Gazipur on Thursday.

The advanced PCBAs, manufactured by Walton in Bangladesh, will be used in security devices integrated into sophisticated gunshot detection and emergency response systems in the United States. The products are being imported by SAFEPRO Technologies Inc., a Wisconsin-based technology company renowned for providing life-saving security solutions for educational institutions and public facilities across America.

This export launch marks a new chapter in Bangladesh's journey toward becoming a global hub for advanced technology manufacturing. Along with meeting its own internal demands for producing various tech products as well as domestic demands, Walton has been exporting PCBAs and various technology products to international markets, further strengthening the country's position in the global value chain.

The Business Standard
20 JUN 2026

Walton launches printed circuit board export shipment to US

EXPORT – BANGLADESH

TBS REPORT

Walton Hi-Tech Industries PLC has officially shipped locally manufactured printed circuit board assemblies (PCBAs) to the United States, marking a new milestone in Bangladesh's technology exports.

The shipment was inaugurated on Thursday at Walton's headquarters in Chandra, Gazipur, by Posts, Telecommunications and Information Technology Minister Faqir Mahbub Anam and Prime Minister's ICT Adviser Rehan Asif Asad.

Gazipur-1 lawmaker Md Mujibur Rahman, Walton Hi-Tech Industries PLC Managing Director SM Mahbubul Alam, and directors SM Nurul Alam Rezvi and SM Monjurul Alam Ovee were also present at the event.

According to Walton, the PCBAs manufactured in Bangladesh will be used in security devices integrated with gunshot detection and emergency response systems in the United States.

The products are being imported by SAFEPRO Technologies Inc, a Wisconsin-based technology company.

Walton said it currently manufactures motherboards and other technology products to meet its own production needs and domestic demand, while also exporting a range of products to international markets.

During the event, the minister and the prime minister's ICT adviser toured Walton's manufacturing facilities, including the Surface Mount Technology motherboard production unit, television panel clean room, PCB manufacturing unit, and mould and die facilities.

Speaking at the programme, Minister Anam said Walton had demonstrated Bangladesh's ability to manufacture technology products for global markets.

He said the government remains committed to supporting domestic industries and enhancing their competitiveness internationally.

Referring to the proposed FY2026-27 budget, the minister said initiatives had been taken to encourage locally manufactured products and review the tax structure to provide greater incentives for domestic industries.

Earlier, the guests attended a documentary presentation on Walton's operations and achievements and visited the company's product display centre.

Walton operates a manufacturing complex in Kaliakair, Gazipur, where it produces refrigerators, compressors, televisions, air conditioners, laptops, desktop computers, mobile phones, fans, VRF and chiller systems, electrical appliances, elevators and other technology products.

The company said its products are exported to more than 55 countries across Asia, the Middle East, Africa, Europe and the Americas, and that it aims to further expand its international presence.

সমকাল
20 JUN 2026

বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা নিতে পারছে না এসএমই

জসিম উদ্দিন বাদল

দেশের শিল্প খাতের ৯২ শতাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)। মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এসএমই খাতের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ। কিন্তু রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এ খাতের চিত্র উল্টো। বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারছে না এসএমই খাত।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্টের (বিল্ড) এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। ১০৭টি এসএমই প্রতিষ্ঠানের ওপর গবেষণা প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে বিল্ড। এতে দেখা গেছে, ১০৭টি প্রতিষ্ঠানের একটিও বর্তমানে বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা ব্যবহার করতে পারছে না।

বিল্ডের গবেষণায় দেখা গেছে, রপ্তানিকারক ও অ-রপ্তানিকারক এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শ্রম উৎপাদনশীলতায় কোনো দৃশ্যমান পার্থক্য নেই। এই গবেষণার জরিপে ৮৫ শতাংশ উদ্যোক্তা প্রশাসনিক জটিলতা, ৬৫ শতাংশ অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা এবং ৬৪ শতাংশ কাঁচামালের ওপর উচ্চ শুল্ককে রপ্তানির প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, সক্ষমতার অভাব নয়; বরং নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধার কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান বিশ্ববাজারে যেতে পারছে না। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের মাত্র ১৩ দশমিক ১ শতাংশ পরোক্ষভাবে রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যে সরাসরি রপ্তানি করছে মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশের বার্ষিক ৮ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে, তা মোকাবিলায় এসব নীতিগত বাধা দূর করা এখন অত্যন্ত জরুরি।

রপ্তানিতে প্রধান বাধা যেগুলো

বিল্ডের জরিপে অংশ নেওয়া ৮৫ শতাংশ উদ্যোক্তা রপ্তানির প্রধান অন্তরায় হিসেবে প্রশাসনিক জটিলতাকে চিহ্নিত করেছেন। এ ছাড়া ৬৫ শতাংশ অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা এবং ৬৪ শতাংশ কাঁচামালের ওপর উচ্চ শুল্ককে বড় বাধা হিসেবে দেখছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কাস্টমস বন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করে পদ্ধতিটি ডিজিটাল করা হলেও মূল জটিলতা কমেনি। বরং ২০২৪ সালের নতুন বিধিমালায় শর্তগুলো আরও কঠিন করা হয়েছে, যাকে গবেষকরা 'আইসোমরফিক মিমিক্রি' বা পুরোনো আমলাতান্ত্রিক বিধিনিষেধের ডিজিটাল রূপ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এসএমই উদ্যোক্তারা কাঁচামাল আমদানিতে বাণিজ্যিক মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর শতভাগ নির্ভরশীল। সরাসরি আমদানির সুযোগ না থাকায় তাদের কাঁচামালের ওপর প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, হোম টেক্সটাইল খাতে সুতা আমদানিতে যে পরিমাণ শুল্ক দিতে হয়, তা অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের বার্ষিক নিট মুনাফার চেয়েও বেশি। এ ছাড়া কৃষি প্রক্রিয়াজাত রপ্তানি পণ্যের ওপর ভ্যাটের কার্যকর বোঝা প্রায় ১৯৫ শতাংশ, যা এই খাতের বিকাশে বড় অন্তরায়।

জরিপে দেখা গেছে, ৮২ দশমিক ২ শতাংশ উদ্যোক্তা বন্ডেড ওয়্যারহাউস এবং এর বিকল্প সুবিধা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। অথচ যথাযথ নীতি সহায়তা পেলে ৪৮ দশমিক ৪ শতাংশ প্রতিষ্ঠান রপ্তানি শুরু করতে আগ্রহী। আইএফসির তথ্য উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে পোশাকবহির্ভূত খাতে বছরে অতিরিক্ত দেড় বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় সম্ভব।

ভৈরব জুতা ক্লাস্টার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সেখানে কর্মরত ৪০ শতাংশ নারী কর্মীর মাসিক আয় মাত্র তিন থেকে চার হাজার টাকা। কিন্তু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই আয় ১৬ থেকে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা সম্ভব, যা নারী ক্ষমতায়নে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এদিকে কুমারখালীর মতো শিল্পাঞ্চলে গ্যাস সংযোগ না থাকায় উদ্যোক্তারা কাঠ পুড়িয়ে ডাইং বা রং করার কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন, যা পণ্যের মান ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতাও কমিয়ে দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এসএমই খাতে ২৫ শতাংশ ঋণ বিতরণের কথা থাকলেও বাস্তবে তা মাত্র ১৮ শতাংশে আটকে আছে। জামানত এবং নথিপত্রের জটিলতার কারণেই মূলত ছোট উদ্যোক্তারা এই ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন না। জরিপে দেখা গেছে, কুটির শিল্পের তুলনায় ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর (২৬-১২০ কর্মী) রপ্তানি সক্ষমতা ১৪ দশমিক এক গুণ বেশি হলেও তাদের দাবি উপস্থাপনের মতো কোনো শক্তিশালী অ্যাসোসিয়েশন নেই।

উত্তরণের উপায়

বিল্ডের প্রতিবেদনে বেশ কিছু সুপারিশ উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, আংশিক রপ্তানিকারকদের জন্য বিশেষ লাইসেন্স প্রবর্তন (২৫ শতাংশ রপ্তানি সাপেক্ষে), সুতার ওপর শুল্ক ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা এবং ৩০ দিনের মধ্যে ডিউটি ড্র-ব্যাক প্রদান করা যেতে পারে। কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে প্রথম পর্যায়ে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে শেয়ার্ড বন্ডেড ওয়্যারহাউস, মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাব এবং নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থাকবে। পরে চকরিয়া, ভৈরব ও বগুড়াতেও এই মডেল চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মক্ষমতা পরিমাপক সংশোধন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে এসএমই ঋণের জন্য বিশেষ ক্রেডিট স্কোরিং ও ঋণ নিশ্চয়তা স্কিম চালু করার সুপারিশও করা হয়েছে।

উদ্যোক্তারা মনে করেন, নীতিগত বৈষম্যসহ বিভিন্ন সমস্যা দূর হলে এসএমই খাত শুধু স্থানীয় বাজারের জন্য সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটি দেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে।

সমকাল

2 0 JUN 2026

কৃত্রিম তন্তুর তৈরি পোশাকে রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ

ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাক

বিশ্ববাজারে হিস্যা (শতাংশ)

বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি

তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজার

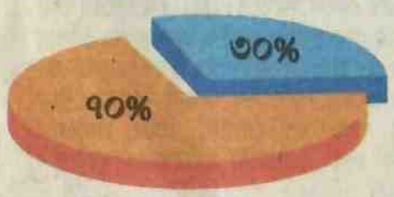

- অন্যতম কাঁচামাল সিন্থেটিক ফেব্রিক্সে ১০% সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে বাজেটে
- পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, তবে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক রপ্তানিতে চতুর্থ

৬

কাচামাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে রপ্তানি আয় বাড়বে।
বিশ্ববাজারে এ ধরনের পোশাকের দাম বেশি, দ্রুত বাড়ছে চাহিদাও

মোহাম্মদ হাতেম, সভাপতি, বিকেএমইএ

পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার, পিভিসি রেজিন ও পিইটি রেজিনে
শুল্ক প্রত্যাহার হলে আরও ভালো হতো

মাহমুদ হাসান খান, সভাপতি, বিজিএমইএ

বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। তবে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক রপ্তানিতে এই অবস্থান চতুর্থ। এ ধরনের পোশাকের বিশ্ববাজারের ৩৩ শতাংশ চীনের দখলে। চীনের নিজস্ব কাঁচামাল রয়েছে। প্রযুক্তি সুবিধায়ও এগিয়ে তারা। এর ফলে সবচেয়ে কম খরচে এবং দ্রুততম সময়ে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক উৎপাদন সরবরাহ করতে পারে দেশটির উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকেরা। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের পেছনে থাকলেও কৃত্রিম তন্তুর পোশাক রপ্তানিতে এগিয়ে রয়েছে। এ ধরনের পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভিয়েতনামের হিস্যা ১২ শতাংশ। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হওয়ায় দ্রুত সময়ে চীন থেকে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ রয়েছে দেশটির উদ্যোক্তাদের। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। জোটের হিস্যা ১০ শতাংশ। বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। রপ্তানিতে হিস্যা ৫ শতাংশ। ভারত- পাকিস্তানসহ অন্য দেশগুলো পৃথকভাবে বাকি ৪০ শতাংশ কৃত্রিম তন্তুর পোশাকের জোগান দিয়ে আসছে।

বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ছে। তুলা উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে পানি লাগে। তুলা থেকে সুতা করা, রং করা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি পানির ব্যবহার হয়। এ কারণে পরিবেশবাদী ও সচেতন ভোক্তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক তন্তুর পোশাকের প্রতি অনাগ্রহ আছে। অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক উৎপাদনে একবার ব্যবহৃত কাঁচামাল পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ থাকে। সার্কুলার ইকোনোমি নামে এ ধরনের উৎপাদন কাঠামো তুলনামূলক বেশি পরিবেশসম্মত। ফলে ব্রান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো কৃত্রিম তন্তু বা

পোশাক রপ্তানিতে চতুর্থ

কাচামাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে রপ্তানি আয় বাড়বে।
বিশ্ববাজারে এ ধরনের পোশাকের দাম বেশি, দ্রুত বাড়ছে চাহিদাও

মোহাম্মদ হাতেম, সভাপতি, বিকেএমইএ

পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার, পিভিসি রেজিন ও পিইটি রেজিনে
শুল্ক প্রত্যাহার হলে আরও ভালো হতো

মাহমুদ হাসান খান, সভাপতি, বিজিএমইএ

■ আবু হেনা মুহিব

ম্যান মেইড ফাইবার বা কৃত্রিম তন্তুর তৈরি পোশাকের চাহিদা ও ব্যবহার বাড়ছে বিশ্ববাজারে। তুলায় তৈরি সুতা থেকে প্রস্তুতকৃত সাধারণ পোশাকের চেয়ে ম্যান মেইড ফাইবারে উৎপাদিত পোশাকের দাম কয়েক গুণ। তবে ম্যান মেইড ফাইবারের ক্ষেত্রে আছে উচ্চ শুল্কের খড়গ। কোনো কোনো কাঁচামালে তা ৩৫ শতাংশের মতো। এ শুল্ক প্রত্যাহার চেয়ে দীর্ঘ দিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন উদ্যোক্তারা। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সে দাবি অনেকটাই পূরণ হয়েছে। এতে ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাক উৎপাদনের অন্যতম কাঁচামাল সিন্থেটিক ফেব্রিক্সে থাকা ১০ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। অন্য কিছু কাঁচামালেও শুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। এতে উচ্চমূল্যের পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়বে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।

ম্যান মেইড ফাইবারের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাকের অংশ প্রায় ৭০ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশ আসে তুলার মতো প্রাকৃতিক তন্তু থেকে পাওয়া সুতায়। বিশ্ববাজারে ম্যান মেইডের অংশ দিন দিন বাড়ছেই। বাংলাদেশের বেলায় তা প্রায় বিপরীত। দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকে এখন ম্যান মেইড ফাইবারের পণ্যের অংশ ২৯ শতাংশ। বাকি ৭১ শতাংশই এখনও তুলায় তৈরি সুতায় উৎপাদিত পোশাক। প্রধান প্রতিযোগী চীনের মোট পোশাক রপ্তানিতে ম্যান মেইডের অংশ ৫২ শতাংশ।

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে দেওয়া সুবিধায় তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকরা খুশি। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের দুই সংগঠন বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ নেতাদের মতে, আগে কোনো অর্থবছরের বাজেটে এ খাতের জন্য এত বেশি সুবিধা দেওয়া হয়নি।

জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সমকালকে বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে ম্যান মেইড ফাইবারের কিছু কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। এতে এ ধরনের পোশাক রপ্তানি বাড়বে। বাজেটে প্রস্তাবিত পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবারের ওপর ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও পিবিসি রেজিন এবং পিইটি রেজিনের ওপর প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার হলে আরও ভালো হতো।

এ বিষয়ে বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট রপ্তানি খাতে স্বস্তি ফেরাতে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, স্মরণকালের ইতিহাসে তৈরি পোশাক খাতের জন্য এত ভালো বাজেট হয়নি। ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাকের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক প্রত্যাহার এবং ছাড়ের ফলে রপ্তানি আয় অনেক বাড়বে। এ ধরনের পোশাকের দাম বেশি পাওয়া যায় এবং প্রাকৃতিক তন্তুর পোশাকের বিপরীতে এসব পোশাকের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। তবে ম্যান মেইড ফাইবারের মধ্যে পিএসএফ ও পিভিসি রেজিন ও পিইটি রেজিন আমদানির ওপর অতিরিক্ত ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক রাখা ঠিক হয়নি। বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষায় এ ধরনের শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে দেশে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান এটি সামান্য পরিমাণ উৎপাদন করে, যা চাহিদার ১০ শতাংশেরও কম।

প্রস্তাবিত বাজেট অনুসারে, তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত আরও কিছু ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে। যেমন, রপ্তানির ওপর নগদ সহায়তার ওপর আয়কর ১০ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে কেনা বিদ্যুতের ওপর উৎস করের হার ৪ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশ করা হচ্ছে। রিসাইকেলড বা পুনর্ব্যবহৃত এবং রিসাইকেলযোগ্য কাঁচামালের ওপর করের হার ৩ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হয়েছে।

উদ্যোক্তারা বলছেন, বাজেটে উৎসে কর্তিত কর 'অগ্রিম কর' হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতদিন করযোগ্য আয় কম থাকা সত্ত্বেও উৎসে কর্তিত করকে চূড়ান্ত দায় বা ন্যূনতম কর হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যা রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক পুঁজিতে সংকট তৈরি করছে। উৎসে কর অগ্রিম কর হিসেবে গণ্য করা হলে বছর শেষে সমন্বয়ের পর উৎসে কর বাবদ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধিত হয়ে থাকলে তা ফেরত দেওয়া হবে। এতে মূলধন সংকট কাটবে রপ্তানি খাতে।

সার্বিকভাবে প্রস্তাবিত বাজেট ব্যবসাবান্ধব হয়েছে বলে মনে করেন বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। তিনি বলেন, আগামী পাঁচ বছরের জন্য করকাঠামোর একটি পথরেখা দেওয়া হয়েছে। করের ক্ষেত্রে এখন দীর্ঘমেয়াদি পূর্বানুমানযোগ্যতা তৈরি হলো। এর ফলে আগে থেকেই জানা যাবে কত টাকা কর দিতে হবে, যার ফলে বিনিয়োগ পরিকল্পনা নেওয়া সহজ হবে। করপোরেট করও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে আগামী পাঁচ বছরের জন্য। উৎসে কর্তিত কর সমন্বয় হবে। প্রণোদনার ওপর আয়কর কমানো হচ্ছে।

আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ পোশাক রপ্তানি ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ম্যান মেইড ফাইবারের পোশাকের অংশ ৪০ শতাংশে পৌঁছানো হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাঁচামাল সংকটকে প্রধান বাধা হিসেবে দেখেন উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকেরা। এ ধরনের পোশাকের কাঁচামালের ৮০ শতাংশই আমদানি করতে হয়। চীন থেকে বড় একটা অংশ আসে। স্থানীয়ভাবে মাত্র ২০ শতাংশ কাঁচামাল জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে এগিয়ে রয়েছে। এ ধরনের পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ভিয়েতনামের হিস্যা ১২ শতাংশ। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হওয়ায় দ্রুত সময়ে চীন থেকে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ রয়েছে দেশটির উদ্যোক্তাদের। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। জোটের হিস্যা ১০ শতাংশ। বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। রপ্তানিতে হিস্যা ৫ শতাংশ। ভারত- পাকিস্তানসহ অন্য দেশগুলো পৃথকভাবে বাকি ৪০ শতাংশ কৃত্রিম তন্তুর পোশাকের জোগান দিয়ে আসছে।

বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ছে। তুলা উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে পানি লাগে। তুলা থেকে সুতা করা, রং করা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি পানির ব্যবহার হয়। এ কারণে পরিবেশবাদী ও সচেতন ভোক্তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক তন্তুর পোশাকের প্রতি অনাগ্রহ আছে। অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তুর পোশাক উৎপাদনে একবার ব্যবহৃত কাঁচামাল পুনরায় ব্যবহারের সুযোগ থাকে। সার্কুলার ইকোনোমি নামে এ ধরনের উৎপাদন কাঠামো তুলনামূলক বেশি পরিবেশসম্মত। ফলে ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো কৃত্রিম তন্তু বা ব্যবহৃত পোশাক পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে উৎপাদিত কাপড় তৈরিতে ঝুঁকছে। এছাড়া দ্রুত ফ্যাশন পরিবর্তন, আরামদায়ক ও টেকসই হওয়ার সুবিধায় কৃত্রিম পোশাকের কদর বাড়ছে বিশ্বভোক্তা বাজারে।

বাংলাদেশ সেলাই ও কাটাবিহীন অত্যাধুনিক সিমলেসসহ প্রায় ৩০ আইটেমে কৃত্রিম আঁশের পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানি করছে। এর মধ্যে গাউন, ওভারকোট, টাই, সুট-কোট, জার্সি, ট্রাউজার, পুলওভার, শার্ট ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় বিভিন্ন ধরনের জার্সি ও পুলওভার। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধে (জুলাই-ডিসেম্বর) কটন বা তুলাভিত্তিক পোশাক রপ্তানি কিছুটা কমলেও ম্যান মেইড ফাইবার-ভিত্তিক পোশাকের রপ্তানি বেড়েছে ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। এ সময় রপ্তানি হয় ৩ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলারের, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার।

কৃত্রিম তন্তুর মূল ব্যবহার বেশি করে থাকে বস্ত্রকলগুলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃত্রিম আঁশের সঙ্গে প্রাকৃতিক আঁশের মিশ্রণে তৈরি করা হচ্ছে সুতা ও বস্ত্র। বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সূত্রে জানা গেছে, কৃত্রিম তন্তু আমদানি করে সুতা ও কাপড় তৈরিতে বিনিয়োগ করেছে সংগঠনের ৪০টি সদস্য কারখানা। পলিয়েস্টার স্টেপল ফাইবার এবং বিসকস স্টেপল ফাইবারের চাহিদা বেশি থাকায় এ খাতেই বিনিয়োগ রয়েছে কারখানাগুলোর। কৃত্রিম আঁশের পোশাক ফ্যাশনদুরস্ত, টেকসই ও উজ্জ্বল। বারবার ধোয়ার পরও রং নষ্ট হয় না। বৈশ্বিক চাহিদার দিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে কৃত্রিম আঁশ পোশাক বাণিজ্যে গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। এতে গুরুত্ব কিছুটা কমছে প্রচলিত তুলা, পাট ও অন্যান্য প্রাকৃতিক আঁশের।

সমকাল

20 JUN 2026

রপ্তানি খাতে ভর্তুকি মূল্যে জ্বালানি-বিদ্যুৎ প্রয়োজন

আশিকুর রহমান তুহিন

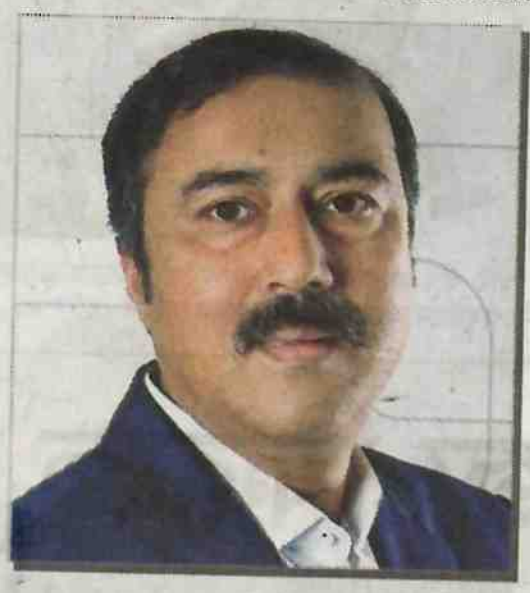

বিশ্বজুড়ে চলা যুদ্ধাবস্থা এবং ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বৈশ্বিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির ওপর যে গভীর প্রভাব ফেলেছে, তার অভিঘাত এখন স্পষ্টভাবে এসে পড়েছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে। দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত পোশাকশিল্প আজ বহুমাত্রিক চাপের মুখে রয়েছে। রপ্তানি আদেশ কমছে, উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে অথচ আন্তর্জাতিক ক্রেতারা দাম সমন্বয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ফলে এমন একটি অস্থির ও কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যে এ শিল্পের সক্ষমতাকে বজায় রেখে একে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক উদ্যোগ। প্রয়োজনীয় সহায়তা না পেলে অনেক কারখানা আর্থিক সংকটে পড়ে উৎপাদন বন্ধ করতে বাধ্য হতে পারে, যা শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়াবে।

গত কয়েক বছরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংঘাত যেন নতুন স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়েছে। ফিলিস্তিন-ইসরায়েল যুদ্ধের চলমান অস্থিরতা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা ও জ্বালানি বাজারে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে। এর মধ্যে আবার শুরু হয় ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃত অস্থিতিশীলতা বিশ্ব অর্থনীতিকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। যুদ্ধের এই বহুমাত্রিক প্রভাব শুধু রাজনৈতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, জ্বালানির বাজার এবং ভোক্তা আচরণে।

যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি ও অর্থনৈতিক চাপের কারণে ভোক্তাদের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা এবং ক্রয়প্রবণতা উভয়ই কমে গেছে। ফলে মানুষ প্রয়োজনীয় ব্যয়ের বাইরে অতিরিক্ত কেনাকাটায় আগ্রহ হারাচ্ছে। এর প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের ওপরও। তারা এখন আগের তুলনায় কম পরিমাণে পোশাক কিনছে। পোশাক ব্র্যান্ডগুলো নতুন ক্রয়াদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সতর্ক অবস্থান নিচ্ছে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত মূলত বৈশ্বিক বাজারনির্ভর।

তাই স্বাভাবিকভাবেই এই বৈশ্বিক সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়েছে এই শিল্পের ওপর। এর প্রতিফলন ইতোমধ্যেই রপ্তানি পরিসংখ্যানে দৃশ্যমান। অর্থাৎ রপ্তানি ও উৎপাদনের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা আরও কিছু সময় স্থায়ী হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। এমন পরিস্থিতিতে পোশাকশিল্প খাতের সংকট আরও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। একদিকে ক্রয়াদেশ কমছে, অন্যদিকে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, কাঁচামাল ও পরিবহন ব্যয় ক্রমাগত বাড়ছে। একই সময়ে শ্রমিকদের বেতন ও উৎসব ভাতা পরিশোধের চাপও রয়েছে। বিশেষ করে গত দুই ঈদের মধ্যবর্তী সময়টিতে অনেক কারখানার জন্য আর্থিক চাপ সামাল দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে কাঁচামাল আমদানি, পরিবহন এবং জাহাজীকরণ ব্যয় বেড়ে গেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রেতারা এই অতিরিক্ত ব্যয়ের ভার নিজেদের ওপর নিতে রাজি নন। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়লেও উৎপাদকরা ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। এতে শিল্পের ঝুঁকি আরও গভীর হচ্ছে।

এই সংকট মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় ধরনের পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা এখন অত্যন্ত জরুরি। সরকার যদি সরাসরি নগদ প্রণোদনা দিতে নাও পারে, তাহলেও রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য ভর্তুকিমূল্যে জ্বালানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে উৎপাদন ব্যয় কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং কারখানাগুলো অন্তত স্বল্প মেয়াদে কার্যক্রম সচল রাখতে পারবে।

একই সঙ্গে পোশাক খাতের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও ক্রেতা ফোরামগুলোর সঙ্গে সক্রিয় আলোচনায় বসতে হবে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, কাঁচামালের ব্যয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধির বাস্তবতা তুলে ধরে পোশাকের ক্রয়মূল্য পুনর্নির্ধারণের দাবি জানানো অত্যন্ত জরুরি। পোশাকের মূল্যবৃদ্ধি সামান্য হলেও তা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে আগের মতো স্থিতিশীল বাজার ও সহজ বাণিজ্য পরিবেশ হয়তো আর ফিরে আসবে না। এই নতুন বাস্তবতায় বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে শুধু টিকে থাকলেই চলবে না, বরং পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে আরও সক্ষম ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে হবে।

লেখক: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেড গ্রুপ ও
সাবেক পরিচালক, বিজিএমইএ

বণিক বার্তা

2 0 JUN 2026

সুইফট সুরক্ষায় যুক্ত হচ্ছে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস

আন্তর্জাতিক লেনদেনে থাকবে বাড়তি নজরদারি

নিহাল হাসনাইন ■

এক দশক আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা আলোড়ন তুলেছিল পুরো বিশ্বেই। সুইফট পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে এ অর্থ স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনার পর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। সুইফট নিজেও তাদের ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনে। এবার বাংলাদেশ ব্যাংক সুইফটের সুরক্ষায় যুক্ত করতে যাচ্ছে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস (এএমএল)। এ প্রযুক্তি সন্দেহজনক লেনদেন তাৎক্ষণাৎ স্থগিত করে দেবে। টুলস সক্রিয় থাকলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাড়তি নজরদারি থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির তদন্ত এগিয়ে নিতে গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্সের সুপারিশে এ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের সুইফট কক্ষের পরিবেশ ও নিরাপত্তাগত কিছু পরিবর্তনেরও সুপারিশ করা হয়েছে।

জানা গেছে, এএমএল টুলসের কাজ সুইফট সিস্টেমে আদান-প্রদান করা তথ্যের সত্যতা নিখুঁতভাবে যাচাই করা। ফলে যেকোনো ধরনের ভুয়া বা জালিয়াতিপূর্ণ তথ্য এ প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত শনাক্ত করে তাৎক্ষণিকভাবে সন্দেহজনক লেনদেন স্থগিত করা সম্ভব হয়।

গত বছর সুইফট সার্ভার অডিট করানো হয় নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান কেপিএমজি বাংলাদেশের মাধ্যমে। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে ১৫টি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি সুইফট সুরক্ষায় বেশকিছু সুপারিশও করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সুইফট সুরক্ষায় অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করা। কেপিএমজি বাংলাদেশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুইফট সিস্টেমের সম্ভাব্য ঝুঁকি পর্যালোচনা ছিল না এবং কোনো সমস্যা হলে আগের সিস্টেমে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরি ছিল না। সেটি তৈরি করা হয়েছে। ফায়ারওয়াল রুলস এবং ভার্চুয়ালাইজেশন ডিজাইনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ছিল না। সুপারিশের ভিত্তিতে সেটি পরবর্তী সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রযুক্তিগত সম্পদের তালিকা আপডেট করা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের অ্যাকসেস বা প্রিভিলেজড অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রডাকশন রানবুক এবং সিস্টেম ডিকমিশনিং পলিসির ঘাটতিগুলো দূর করা হয়েছে। কেপিএমজি বাংলাদেশের মেহেদী হাসান বণিক বার্তাকে জানান, তারা বেশ কয়েকটি সুপারিশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে নিয়মিতভাবে সেগুলো ফলোআপ করছেন।

এরই মধ্যে সুপারিশ অনুযায়ী অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে নতুন বাস্তবায়িত সুইফট সিস্টেম গো লাইভ হওয়ার পর অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তা না হলে বর্তমান সিস্টেমে বাস্তবায়ন করতে

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় গঠিত পর্যালোচনা কমিটির সদস্যরা সুইফটের সুরক্ষায় অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সেটা কেনা হয়েছে

—আরিফ হোসেন খান
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক

গত বছর সুইফট সার্ভার অডিট করানো হয় নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান কেপিএমজি বাংলাদেশের মাধ্যমে। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে ১৫টি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি সুইফট সুরক্ষায় বেশকিছু সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করা

সুইফট সুরক্ষায় যুক্ত হচ্ছে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস

আন্তর্জাতিক লেনদেনে থাকবে বাড়তি নজরদারি

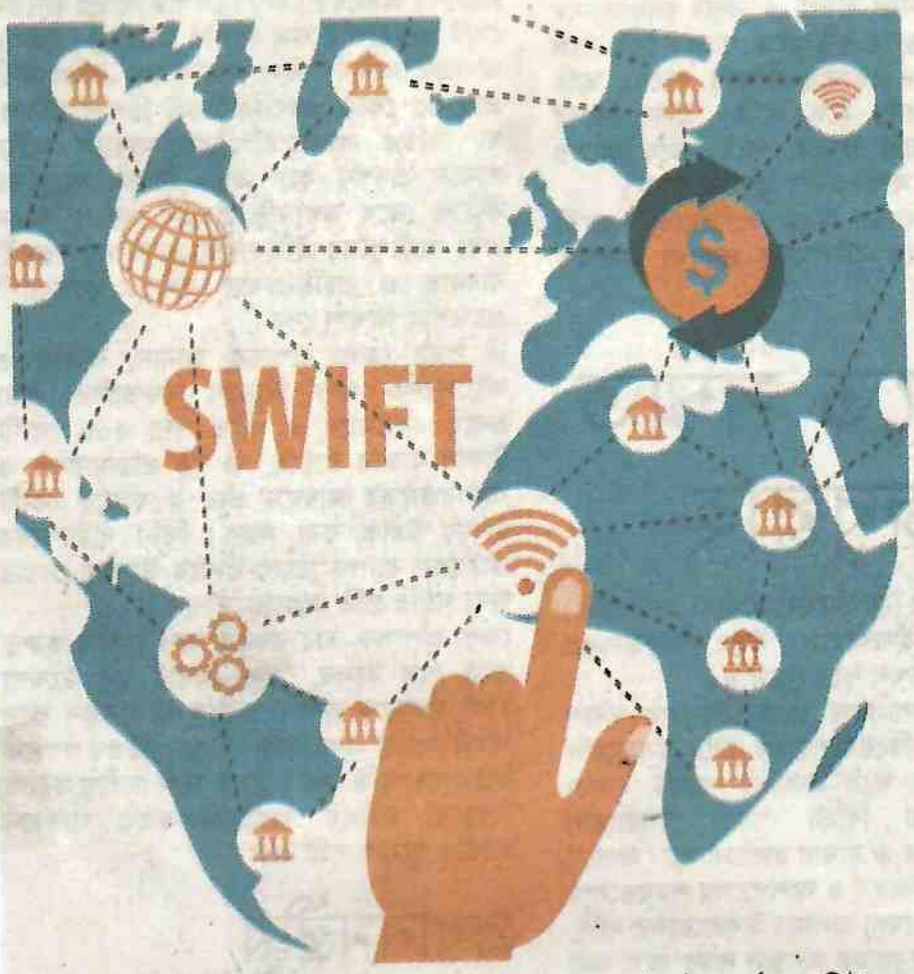

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় গঠিত পর্যালোচনা কমিটির সদস্যরা সুইফটের সুরক্ষায় অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সেটা কেনা হয়েছে

—আরিফ হোসেন খান
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক

গত বছর সুইফট সার্ভার অডিট করানো হয় নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান কেপিএমজি বাংলাদেশের মাধ্যমে। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে ১৫টি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি সুইফট সুরক্ষায় বেশকিছু সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করা

নিহাল হাসনাইন ■

এক দশক আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা আলোড়ন তুলেছিল পুরো বিশ্বেই। সুইফট পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে এ অর্থ স্থানান্তর করা হয়। এ ঘটনার পর বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করে। সুইফট নিজেও তাদের ব্যবস্থাপনায় সংস্কার আনে। এবার বাংলাদেশ ব্যাংক সুইফটের সুরক্ষায় যুক্ত করতে যাচ্ছে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস (এএমএল)। এ প্রযুক্তি সন্দেহজনক লেনদেন তাৎক্ষণাৎ স্থগিত করে দেবে। টুলস সক্রিয় থাকলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাড়তি নজরদারি থাকবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির তদন্ত এগিয়ে নিতে গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্সের সুপারিশে এ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের সুইফট কক্ষের পরিবেশ ও নিরাপত্তাগত কিছু পরিবর্তনেরও সুপারিশ করা হয়েছে।

জানা গেছে, এএমএল টুলসের কাজ সুইফট সিস্টেমে আদান-প্রদান করা তথ্যের সত্যতা নিখুঁতভাবে যাচাই করা। ফলে যেকোনো ধরনের ভুয়া বা জালিয়াতিপূর্ণ তথ্য এ প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত শনাক্ত করে তাৎক্ষণিকভাবে সন্দেহজনক লেনদেন স্থগিত করা সম্ভব হয়।

গত বছর সুইফট সার্ভার অডিট করানো হয় নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান কেপিএমজি বাংলাদেশের মাধ্যমে। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে ১৫টি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি সুইফট সুরক্ষায় বেশকিছু সুপারিশও করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল সুইফট সুরক্ষায় অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করা। কেপিএমজি বাংলাদেশের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুইফট সিস্টেমের সম্ভাব্য ঝুঁকি পর্যালোচনা ছিল না এবং কোনো সমস্যা হলে আগের সিস্টেমে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরি ছিল না। সেটি তৈরি করা হয়েছে। ফায়ারওয়াল রুলস এবং ভার্চুয়ালাইজেশন ডিজাইনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন ছিল না। সুপারিশের ভিত্তিতে সেটি পরবর্তী সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রযুক্তিগত সম্পদের তালিকা আপডেট করা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের অ্যাকসেস বা প্রিভিলেজড অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রডাকশন রানবুক এবং সিস্টেম ডিকমিশনিং পলিসির ঘাটতিগুলো দূর করা হয়েছে। কেপিএমজি বাংলাদেশের মেহেদী হাসান বণিক বার্তাকে জানান, তারা বেশ কয়েকটি সুপারিশ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে নিয়মিতভাবে সেগুলো ফলোআপ করছেন।

এরই মধ্যে সুপারিশ অনুযায়ী অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তবে নতুন বাস্তবায়িত সুইফট সিস্টেম গো লাইভ হওয়ার পর অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তা না হলে বর্তমান সিস্টেমে বাস্তবায়ন করতে হলে দুটি লাইসেন্স নতুন করে কেনার প্রয়োজন হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, সরকার আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য সুইফট ব্যবহার করে। সুইফটের নিজস্ব কিছু অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস রয়েছে। এগুলো মূলত তিনটি ধাপে কাজ করে। প্রথম ধাপে ব্যাংকগুলো তাদের কোর ব্যাংকিং সিস্টেমের সঙ্গে সুইফটের স্ক্রিনিং টুলের এপিআই যুক্ত করে দেয়। ফলে যেকোনো আন্তর্জাতিক পেমেন্ট মেসেজ বা কাস্টমার ট্রান্সফার পাঠানোর আগেই সেটি সুইফটের ক্লাউড প্লাটফর্মে চলে যায়। দ্বিতীয় ধাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা যাচাই হয়। এ ধাপে সুইফটের সার্ভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

সুইফট সুরক্ষায় যুক্ত হচ্ছে

১ম পৃষ্ঠার পর

মেসেজে থাকা প্রেরক, প্রাপক, ব্যাংকের নাম এবং দেশের তথ্য বিশ্বের প্রধান প্রধান নিষেধাজ্ঞা তালিকার সঙ্গে যাচাই করে। সর্বশেষ ধাপে রয়েছে অ্যালার্ট এবং হোল্ড সিস্টেম। যদি কোনো লেনদেন সন্দেহজনক মনে হয়, তবে টুলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি 'অ্যালার্ট' তৈরি করে এবং লেনদেনটি সাময়িকভাবে আটকে দেয়। ব্যাংকের এএমএল কমপ্লায়েন্স অফিসার তখন ম্যানুয়ালি সেটি যাচাই করে ক্লিয়ারেন্স দিলে তবেই টাকা অন্য প্রান্তে পৌঁছে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. অনিন্দ্য ইকবাল বণিক বার্তাকে বলেন, 'সুইফটে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলসের জন্য যদি লোকাল টিম তৈরি করা যায় তাহলে সেটা সাসটেইনেবল হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের ইনহাউজ টিম এবং তার সঙ্গে বাইরের কিছু বিশেষজ্ঞ নিয়ে তৈরি করা টিম। কিন্তু বিদেশ থেকে কিনে এনে বসিয়ে দিলে কতটুকু কাজ করবে, সেটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। এ টুলস শুধু যুক্ত করলেই হবে না, বরং এর নিয়মিত আপডেট করা প্রয়োজন হবে। বিশেষ মানি লন্ডারিংয়ের ধরন সময়ে সময়ে বদলায়। সে অনুযায়ী এ টুলসকে আপডেট করার প্রয়োজন হয়।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঝুঁকি এড়াতে করণীয় নির্ধারণে গত বছরের ১১ মার্চ সাবেক অন্তর্বর্তী সরকার ছয় সদস্যের পর্যালোচনা কমিটি গঠন করেছিল। এ কমিটি সে বছর জুলাইয়ের প্রথম কর্মদিবসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুইফট সার্ভার পরিদর্শন করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির অর্থ কয়েকটি প্রকল্পের বিপরীতে আন্তর্জাতিক পেমেন্টের মাধ্যমে ছয়টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে নেয়া হয় বলে জানিয়েছিল এ পর্যালোচনা কমিটি। সে সময় হ্যাকাররা দেশী প্রকল্পের বিল পরিশোধ দেখালেও টাকা বিদেশী অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফারের নির্দেশনা দেয়। এক্ষেত্রে সুইফটে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত থাকলে এ ধরনের লেনদেন আটকে যেত।

পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশেও উল্লেখ করা হয়, কারিগরি ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে সুইফটের জন্য অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস ব্যবহার করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা পর্যালোচনা কমিটির কাছে তাদের কারিগরি জনবল সংকটের কথা জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, একটি সুইফট ট্রানজেকশন সম্পন্ন করতে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বে একযোগে পাঁচজন দক্ষ কর্মকর্তা প্রয়োজন, এ বিবেচনায় সুইফট টিমের জনবলের আকার বাড়ানো যেতে পারে বলে সুপারিশ করা হয়।

আর্থিক ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের জটিলতা এবং সাইবার অপরাধের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির মুখে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মানদণ্ড কঠোরভাবে বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো একটি সংবেদনশীল এবং দেশের শীর্ষ আর্থিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায় 'এএমএল সলিউশন' বা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহারকে এখন আর কোনোভাবেই ঐচ্ছিক, দীর্ঘমেয়াদি বা বিলাসী বিষয় হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং রিলেশনশিপ (সিবিআর) টিকিয়ে রাখতে এবং বৈশ্বিক রেটিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে হলে এ ধরনের স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক। এটি কেবল একটি সফটওয়্যার বা প্রযুক্তিগত অন্তর্ভুক্তি নয়, বরং এটি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশীয় ব্যাংক খাতের ক্ষুণ্ন হওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার এবং রাষ্ট্রীয় রিজার্ভের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ঢাল।

পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় গঠিত পর্যালোচনা কমিটির সদস্যরা সুইফট এবং সার্ভার পরিদর্শন করে কিছু সুপারিশ আমাদের দিয়েছিলেন। এর মধ্যে তারা সুইফটের সুরক্ষায় অ্যান্টি মানি লন্ডারিং টুলস যুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সেটা কেনাও হয়েছে। যে সুপারিশগুলো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন, সেগুলো এরই মধ্যে কার্যকর হয়েছে। বাকি সুপারিশগুলোও দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে।'